প্রায়শ্চিত্ত।

'ভাগবত'

৩য় বর্ষ সাহিত্য শাখা

সহরতলীর উপর দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে চ'লে গিয়ে নিকটেই এক বিশাল মাঠের বুকে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এই পথেই সকাল হ'লে খোট্টা গোয়ালারা তাদের মহিষগুলোকে সেই মাঠে চরাতে নিয়ে যায়। রোজই যায়।

সেদিন সকাল বেলা সার' বেঁধে টল্‌তে টল্‌তে মহিষের দল চলেছে মুখ নীচু করে। তাদের পাঁজরার হাড়গুলো বিদ্রোহ করেছে। চামড়া খানা নিজের সমস্ত স্থূলত্ব দিয়েও তাদিকে ঢেকে রাখতে পার্‌ছে না। কাদা জল মাখা তাদের সর্ব্বাঙ্গ গোয়ালের পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিচ্ছে।

অকস্মাৎ একটা মহিষের পিঠে এক ঘা বক্‌শিষ পড়লো চল্‌তে না পারার দরুণ। দলের অপরাপর মহিষগুলো স্ব স্ব ত্রুটী সংশোধন করে নিয়ে দু'পা জোরেই চল্লো। সে পেছিয়ে পড়্‌লো ও গোঁ ধরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রৈলো।

প্রচুর ক্ষমতা ও শাসনদণ্ড হাতে থাক্‌লে এবং কোনো একটু সুযোগ দেখা দিলে খুব কম লোকই তার ষোলআনা সদ্ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। কাজেই তার পিঠে বেশ ভারী ওজনের আরও কয়েক ঘা পড়লো। তারপর মহিষটা ঘুরে পড়ে গেল। কিন্তু এতেই ত শেষ নয়। তার পিঠে লাঠীর গুঁতো ও নাকে জল ঢেলে দেওয়া হ'ল। তবু সে উঠ্‌লো না।

পথ-চল্‌তি লোক সবাই দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে দেখছিল আর মহিষ জাতির বুদ্ধিহীনতার ও গোঁয়ার্ত্তুমির আলোচনা ও নিন্দা কর্‌ছিল। কিন্তু সমব্যথীর কাছে কোন কিছু গোপন রাখা যায় না। হঠাৎ তাই মনে হ'ল কেন এই পালিত নিরীহ পশুর নিষ্ফল বিদ্রোহ।

তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে সশব্দে ফেনা বেরুচ্ছিল। সে গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে বল্‌লে—চল্‌তে পার্‌ছিনে ব'লে তুমি মার্‌লে। কিন্তু এতে আমার অপরাধ কি? কাল মাঠে গিয়ে কোথাও তেমন ঘাস পাই নি। পেটের জ্বালায় একটা ডোবার ধারে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কল্‌মীদাম খেতে গেলুম—সারা গায় চার পাঁচটা বড় বড় জোঁক লাগ্‌লো। কত যন্ত্রণা দিলে। তুমি দেখ্‌লে না। খাওয়াও হ'ল না। তেমনি ক্ষুধা নিয়ে আর সেই যন্ত্রণা নিয়ে গোয়ালে ফিরে এলুম। সেখানেও কিছু খাবার দিলে না। পেটের জ্বালায়, মশার কামড়ে সারারাত ঘুমুতে পাইনি। খালি পেটে কি ঘুম আসে? গায়ে বল নেই, চল্‌তে পারিনা বলে মার্‌লে। গায়ে বল নেই--দোষ কার? সমস্ত দুধটুক্ দুয়ে নেবে নিঃশেষ করে। বজ্জটানে দেহের সমস্ত শিরার রক্তে টান ধরাও। বাচ্ছাগুলোর জন্যে এক বিন্দুও অবশেষ রাখ না। বাচ্ছারা খেতে না পেয়ে ডিগ্ ডিগ্ কর্‌ছে। আধমরা হয়ে রয়েছে। তাদের রোগ হলে লক্ষ্য কর না, মরা বাঁচা লক্ষ্য কর না—লক্ষ্য কর চামড়া খানার দিকে। দুধ বেচে নিজের সংসার রাঙিয়ে তুল্‌ছ, আর আমাদের খাবার নেই।

তার গোঁ গোঁ শব্দ থেমে গেল, সে ঝিমুতে লাগ্‌লো। মনে হল ছেলে বেলায় ঠাকুরমায়ের মুখে শোনা "মইষে বিল" এর গল্প। সে বিলে নাকি একটা মহিষ থাক্‌তো—সে ভারী দস্যি ছিল। নিকটে তার কেউ ঘেঁস্‌তে পার্‌ত না; তার অত্যাচারে চাষারা সেখানে চাষ আবাদ কর্‌তেই পার্‌তো না। সমস্ত বিলটায় তার আধিপত্য ছিল। সে নাকি শিঙ দিয়ে কত মানুষ ফেড়ে ফেলেছিল।

তার চোখ দুটো উল্টে গেল। মনটা ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো। ভাবলুম পরাধীনতার আত্মগ্লানি তার এই পশুমনটাকেও এমনিভাবে ব্যথিয়ে তুলেছে যে সে অনায়াসে নিজের জীবন দিয়ে, স্বজাতীয়গণের বশত্যাজনিত পূর্ব্বকৃত অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে। বিশ্ব নিয়ন্তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—এই নীরব অভিমান, করুণ অভিযোগ, প্রাণান্ত সত্যাগ্রহের সংবাদ তোমার কানে পৌঁছুল কি ?

———